'এবং মহুয়া'—বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE list-2022, In Arts & Humanities Group sl. no. 79 page 32/106, In Indian Language sl. no. 226 page 95/106) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৪তম বর্ষ, ১৪৫ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ২০২২

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE list-2022, In Arts & Humanities Group sl.no. 79 page 32/106, In Indian Language sl no.226 page95/106) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৪তম বর্ষ, ১৪৫ সংখ্যা

ফেব্রুয়ারী,২০২২

সম্পাদক

ড. মদনমোহন বেরা

সহসম্পাদক

পায়েল দাস বেরা

মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :

ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।

গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ। (বিনিময় ৫৫০টাকা)

U.G.C. - CARE List 2022 Approved Journal, (In Arts & Humanities Group sl. no. 79 page 32/106, In Indian Language sl. no. 226 page 95/106)

EBONG MOHUA

Bengali Language, Literature, Research and Refereed with Peer-Review Journal

24 th Year, 145 Volume
February, 2022

Edited, Printed and Published by
Dr. Madanmohan Bera, Editor.
Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.
Mob.-9153177653
madanmohanbera51@gmail.com
kohinoor.bera @ gmail.com

Rs. 550

সূ চি প ত্র

১.রাঢ় বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য:প্রসঙ্গ বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ
:: অনুপ কুমার মন্ডল.....৯
২.ছো-এর সেকাল ও একাল :: শম্ভু সিং পাতর.....১৪
৩.নীতিবিদ্যায় নারীবাদ
:: মন্দ্রিতা ভট্টাচার্য আইচ.....১৯
৪.টিনের তলোয়ার : সংগীতের প্রাসঙ্গিকতা :: সংহিতা মাল.....২৩
৫.মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্প : প্রতিবাদী নারীসত্তা
:: সাথী নন্দী.....৩০
৬.স্মৃতিকথার অলিন্দে উপেন্দ্রনাথ :: অরুণ কুমার দত্ত.....৩৯
৭.স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে চৈতন্যদেব :: বৈশাখী দে.....৪৩
৮.বারিন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের দৃষ্টিতে সেলুলার জেল বন্দিদের আত্মকথা
:: বিনা বাইন.....৫৫
৯.সংস্কৃত বাঙ্ময়ে আচার্য মম্মটের লক্ষণা বিচারের প্রাসঙ্গিকতা
:: জুহিনা খাতুন.....৬৬
১০.পশ্চিমবঙ্গে তপশিলি জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান
:: পঙ্কজ কুমার মন্ডল.....৭৫
১১.ঈশোপনিষদীয় আলোকে রবীন্দ্রনাথ :: রুবি রানা.....৮৭
১২.উনিশ শতকের বাংলা নাটকে দেশপ্রেম চেতনা
:: সঞ্জয় ভট্টাচার্য.....১০১
১৩.অভিজিৎ সেনের গল্পে প্রান্তনারী :: সুব্রত মণ্ডল.....১১০
১৪.রামমোহন রায় ও তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক কর্মসূচী
:: ইয়ারুন্নিসা খাতুন.....১২০
১৫.অসীম রায়ের 'কচ ও দেবযানী' : পুরাণের আধুনিক জীবনভাষ্য
:: অশ্বিনী শর্মা.....১২৭
১৬.শিক্ষা ও মহিলা ক্ষমতায়ন : এক অভিজ্ঞতামূলক বিশ্লেষণ
:: আরফি আনজুন.....১৩৯
১৭.আটপৌরে জীবনদর্শন ও গীতগোবিন্দমের তত্ত্বান্বেষণ
:: অর্পিতা রায় চৌধুরী ১৪৫

অভিজিৎ সেনের গল্পে প্রান্তনারী

সুব্রত মণ্ডল

বিশ শতকের কথাকার অভিজিৎ সেন। সাহিত্য সৃজনের প্রায় বড় অংশ জুড়ে সমাজ ও সভ্যতায় যারা প্রান্তজন তাদের কথা লিখেছেন। লিখেছেন মুসলমান সমাজের নারীর কথা। প্রান্ত মুসলমান সমাজ বিশ্বাস করে পুরুষের প্রয়োজনেই সৃষ্টিকর্তা নারী সৃষ্টি করেছেন। মুসলমান সমাজে নারী দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। লিঙ্গগত হীনমন্যতা বোধে মুসলমান সমাজে নারী পুরুষের দ্বারা অধিগৃহীত হয়ে টিকে থাকে। পুরুষ আধিপত্যে পরিচালিত সমাজে নারীর অবস্থান প্রসঙ্গে তপোধীর ভট্টাচার্য লিখেছেন-

"পুরুষ হল কেন্দ্র, আলোকিত অভিনিবেশের মূল বিন্দু; আর, নারী রয়েছে পরিধির ঝাপসা কুয়াশালীন অর্ধস্ফুট দূরত্বের অবস্থানে। তার অন্য সব পরিচয় আসে লৈঙ্গিক ভাবে চিহ্নায়িত হওয়ার পরে। প্রবহমান অভিজ্ঞতার সূত্রে বলা যায়, পুরুষের দ্বারা অভিভাবিত, প্রতিপালিত, নিয়ত-শাসিত হয়ে নারী চেতনা পুরোপুরি উপনিবেশিকৃত। নিজেকে পুরুষের তুলনায় 'হীনতর অপর' হিসেবে অনুশীলন করতে করতে নারী নিজের গৌণতা, গুরুত্বহীনতা ও স্বাধীনতার অভাবে অভ্যস্ত হয়ে যায়। "[১]

প্রান্তমুসলমান সমাজে নারীর জীবন অনস্তিত্বের গহ্বরে অস্তিমান। নারী সেখানে সংখ্যা মাত্র। একক পূর্ণ সংখ্যা নয়, অর্ধেক; দুইজন নারী একজন পুরুষের সমতুল। চেতনাহীন, বুদ্ধিহীন শরীর সর্বস্ব নারী পুরুষের নর্মসঙ্গিনী নয়, নয় কর্মসঙ্গিনী। নারী শুধু শয্যাসঙ্গিনী মাত্র। পুরুষ নারীকে ইচ্ছামত পরিচালনা করে। পুরুষ শিকারি, নারী শিকার। মুসলিম সমাজে নারী স্বভাবতই প্রান্তজন। পৃথিবীর বিখ্যাত চিন্তা নায়ক গণের ভাবনায় এবং কোরানে নারী কে প্রান্তজন করে দেখার বহমান ভাবনার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন হুমায়ুণ আজাদ তাঁর 'নারী' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন –

"পুরুষ গৌরববোধ করে যে সে পুরুষ, কারণ সে সব কিছুর প্রভু। অন্ধ, বিকলাঙ্গ নির্বোধ পুরুষ ও অসহায় করে তুলতে পারে শ্রেষ্ঠ নারীকে। ইহুদিরা ভোরবেলা প্রার্থনা করে 'বিধাতাকে ধন্যবাদ দেয়, যেহেতু তিনি আমাকে নারী করেন নি; আর একই সময়ে তাদের নারীরা কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলে 'বিধাতা কে ধন্যবাদ যিনি আমাকে তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুসারে সৃষ্টি করেছেন'। প্লাতো দুটি কারণে তাঁর দেবতাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন; প্রথমত তিনি তাকে স্বাধীন মানুষ করেছেন; ক্রীতদাস করেন নি; দ্বিতীয়ত তাকে পুরুষ করেছেন, নারী করেন নি। কোরানে আছে:'পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের এক কে অপরের ওপর বিশিষ্টতা দান করেছেন, আর এ জন্য যে পুরুষ ধন সম্পদ থেকে ব্যয় করে'(৪:৩৪)"[২]

অভিজিৎ সেন প্রান্তজনের কথাকার। উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষ বিশেষত মুসলিম মানুষ তাঁর গল্পে স্বকীয়তায় উপস্থিত। কথাসাহিত্যে যে মুসলমান মানুষের কথা লিখেছেন তারা সকলেই দরিদ্র, অধিকাংশই নিরক্ষর। ধর্মীয় বিধিবিধান মান্যকরেই ভূমিহীন মানুষগুলি টিকে থাকার লড়াই চালায়। নারী স্বাধীনতা, নারী প্রগতি জাতীয় ভাবনার থেকে দূরে অবস্থান করার কারণে সে সমাজে নারী শুধু পুরুষের শরীরী খেলার সাথী। প্রতারিত, প্রবঞ্চিত নারী বুঝেই পায়না জীবনের উদ্দেশ্য কি ? কি তার পরিণাম ? অভিজিৎ সেন সুদীর্ঘ জীবন অভিজ্ঞতায় মুসলিম জীবন কেন্দ্রিক গল্পে মুসলিম নারীর জীবনের সত্য সাহসী শিল্পীর নির্ভীকতায় ব্যক্ত করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে অভিজিৎ সেন রচিত চারটি গল্পে বিভিন্ন বয়সী মুসলিম নারীর প্রান্ত জীবনের স্বরূপ আলোচনার প্রয়াস করা হবে।

'আনোয়ারা খুন হয়েছে'-গল্পটি কিশোরী-যুবতী আনোয়ারার জন্মদাতা পিতা গোলাম রসুলের হাতে খুন হওয়ার গল্প। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে বিশেষত বিশ শতকের সত্তর দশক পরবর্তী সময়ে বঙ্গদেশে ধর্মীয় মৌলবাদ প্রবল ভাবে মাথা তোলে। মালদা, মুর্শিদাবাদ, দুই দিনাজপুর জেলায় দরিদ্র মুসলমানের জীবনে জাঁকিয়ে বসার কারণে জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ লঙ্ঘিত হয়। আধুনিক জীবন ভাবনা থেকে দূরে নিরক্ষর, দরিদ্র মুসলিম জীবনে ঘাঁটি গেঁড়ে বসে ধর্ম ব্যবসায়ী এবং নারী পাচারকারী দালাল চক্র। জীবিকা নির্বাহের জন্য ঘুষের বিনিময়ে মুম্বাই, দিল্লী, গুজরাট, রাজস্থান সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এ রাজ্যের নাবালক, কিশোর-কিশোরী শ্রমিকের কাজে পাড়ি দেয়। আড়কাঠির খপ্পরে পড়ে কিশোরী, সদ্য যুবতী নারী ক্ষিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে নিষিদ্ধ পল্লীর অন্ধকার জীবন বেছে নেয়। গল্পে দরিদ্র বাপের মেয়ে আনোয়ারা লেখাপড়া শিখতে চেয়েছিল। তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়বার পর অর্থের অভাব, ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে আনোয়ারার পড়ার ইতি ঘটে। আধুনিক শিক্ষা বিশেষত নারী শিক্ষা ইসলামে 'ফরজ'। আড়কাঠি প্রেমিকের পাল্লায় পড়ে রেল গাড়িতে চেপে দিল্লী পালাতে গিয়ে ধরা পড়া আনোয়ারাকে 'বে-ইছলাম'কাজের সমুচিত শিক্ষা দেয় গোলাম রসুল। একটা মোটা কঞ্চি আনোয়ারার শরীরে আছড়ে ছিবড়ে বানায়। গোলাম রসুলের পিতৃত্বের শাসনের দাগ শরীরে নিয়েও আনোয়ারা ক্ষিদের জ্বালা থেকে মুক্তি পেতে যে কোন কাজ করার বাসনা ব্যক্ত করলে বাধা দেয় মৌলবী জাকির হোসেন। কারণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা মুসলিম মেয়েকে বিপথে চালিত করবে। অসম্ভব গরীব গোলাম রসুল অন্যকে ইসলাম শেখায়। অথচ পাঁচজন মেয়ের একজনকেও বিয়ে দেয় না। সংসারের সমস্ত দায় নাবালক পুত্র সিদ্দিকের ওপর চাপিয়ে তাবলিগের দলের সঙ্গে গ্রাম গঞ্জে ঘুরে বেড়ায়। একেবারে হুজুর গোলাম রসুলের মাথায় কারুকাজ করা গোল টুপি, পরনে চেক লুঙ্গির উপরে সাদা পাঞ্জাবী। কখনও গোড়ালির উপর পর্যন্ত পাজামা, তার উপরে সাদা পাঞ্জাবী। হাতে তসবি!গ্রামগঞ্জে ঘুরে ঘুরে সভা করে গোলাম রসুল। মোমিনদের সাচ্ছা ইসলামের আদাব বন্দেগী নিয়ম কানুন শেখায়। আনোয়ারা ধর্ম প্রচারক বাপ গোলাম রসুলের বিধান মানতে চায় নি। আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করে জীবনে নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়েছিল। ক্ষিদের জ্বালা নিবারণ করতে অপারগ, ধর্ম ব্যবসায়ী পিতার উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করে-"ভণ্ড বেইমান তুমি। দুনিয়ার মানুষকে মুসলমানি

শেখাতে গেছ তুমি ঘরসংসার আল্লার হাতে ছেড়ে দিয়ে। পেটে ভাত নাই, পরনে কাপড় নাই বাঃ রে আমির ছাহেব।''[৩]

শৈশবের সহপাঠী, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে এগিয়ে যাওয়া শিরিন কে দেখে আনোয়ারা মেলাতে পারেনা ধর্ম ব্যবসায়ী মেয়েদের লেখাপড়া পাপ কিন্তু মেয়েলোকের শরীর ঢেকে রাখার ব্যাখ্যা। শরীরের দোহাই পেড়ে নারীকে ঘরে আটকে রাখার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আল্লার বিধানের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে আনোয়ারা -"দুনিয়ার সব নিয়ম কি শুধু মেয়েলোকের জন্য লিখে দিয়ে গেছেন আল্লা ?"[৪] মুসলিম নারীর জগতে দুই বিদ্রোহী বাঙালি নারী বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন ও তসলিমা নাসরিনের রচনা পাঠ করে উদ্বুদ্ধ আনোয়ারা আর্থিক পরাধীনতার শিকল কেটে মুক্ত হবার স্বপ্ন দেখে। উপলব্ধি করে তার সমাজের অধিকাংশ নারী নিজের শরীর ভোগের নৈবেদ্যের মতো সাজিয়ে, ধর্মের স্টেরিওটাইপ, পর্দার আড়ালে গৃহবন্দি থেকে সতীত্বের পরীক্ষা দিয়ে চলেছে যুগের পর যুগ। আনোয়ারা এসবের বাইরে বেরোতে চায়। মহালগঞ্জের গরিব ঘরে বসে কানাডা, আমেরিকার স্বপ্ন দেখে। বিশ শতকের শেষ তিন দশকে গোটা পৃথিবীতে পরিবর্তনের যে হাওয়া লেগেছিল-তার প্রধান বৈশিষ্ট নারীর নিজের শরীর সম্পর্কে ছুঁতমার্গ ভাবের বিলয়। বিশ্বায়নের খোলা হাওয়ায় ধর্মের বাঁধ ভেঙ্গে নতুন ভাবে নিজেকে চিনতে চায় আনোয়ারা। ছোট তিনবোনের- নফিসা, জাহানারা, আলিসা ভালো থাকবার জন্য বাড়ী থেকে পালিয়ে যাওয়া সমর্থন করে আনোয়ারা। বলে-"না খেয়ে, না পরে মুসলমানি ইজ্জতে পর্দা ঢেকে বছর বছর রোগা রোগা বাচ্চা পয়দা করে জীবন কাটাতে এখন আর অনেকেই রাজি নয়। ''[৫]

পেটের ক্ষিদে শরীরে থাবা বসালে, জীবনের সমস্ত শুভ অনুভূতি ধূসর শূন্যতায় মিলিয়ে যায়। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নারী বেছে নেয় বিদ্রোহের পথ। একটা ওলট পালটের সামনে দাঁড় করায় নিজেকে। উপলব্ধি করে গ্রাসিত অস্তিত্বের মুক্তি তখনই সম্ভব যখন সে নিজে অধিকার অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। আনোয়ারা ধর্মীয় গোঁড়ামির একেবারে গভীরে আঘাত করে ঘর ছেড়ে পথে নামলে 'তিনচিল্লা হাসিল করা আমির' গোলাম রসুল হাতে তুলে নেয় ধারালো হেঁসো। জন্মদাতার হাতে খুন হয় আনোয়ারা । ধর্ম ব্যবসায়ীর কাছে আত্মজ ততটা বড়ো নয়, যতটা বড়ো অপভ্রষ্ট ধর্মীয় বিধান রক্ষার প্রয়াস। গোলাম রসুলের ধর্ম ব্যবসায়ী সত্তার কাছে পিতৃ সত্তা পরাজিত হয়। প্রান্ত মুসলিম নারীর জীবন-মুক্তির যে স্বপ্ন আনোয়ারা দেখেছিল, চেয়েছিল অর্থনৈতিক অবরোধ ভেঙ্গে স্বাধীন হতে, সে স্বপ্ন কবরের অন্ধকারে প্রোথিত হয়। প্রতিবাদে অথবা বিনা প্রতিবাদে শতশত মুসলিম কিশোরী-যুবতীর জীবনের সত্য আনোয়ারার করুণ পরিণতির সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন অভিজিৎ সেন।

'সুবর্ণ জলপাত্র' গল্পটি দরিদ্র মুসলিম নারী জসমিরার পুরুষের দ্বারা বারে বারে ধর্ষিত হয়ে টিকে থাকার গল্প। পুরুষ প্রধান প্রান্ত মুসলিম সমাজে নারী সেই কর্ষণ ভূমি, যে ভূমি তীব্র কামনার হুলে দংশন করে বিষিয়ে দিতে না পারা পর্যন্ত পুরুষ ক্লান্তিহীন। বয়সের বহু বিচার বা প্রজন্মের ব্যবধানে নারীর প্রতি পুরুষের মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হয়নি। মনুসংহিতায় এবং কোরানে নারীকে ভোগের বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রান্ত মুসলমান

সমাজে আজকের দিনেও নারী পুরুষের কাম বাসনা শরীরী স্তরে মেটানোর আধার।

বয়ঃসন্ধি পর্বের কৌতূহলী কিশোরী জসমিরা কে শরীরী খেলার পারদর্শী পুরুষ আবু হোসেন নিষিদ্ধ কামনায় বিদ্ধ করে। রাতের অন্ধকারে কিশোরী জসমিরার শরীর স্পর্শ করে আবু হোসেনের খেলুড়ে শরীর-মন আফসোস করে-"এতদিন অপেক্ষা করার কোন দরকার ছিল না।"[৬] প্রবল পুরুষ প্রতাপে আবু হোসেন জসমিরার গর্ভে সন্তান জন্মের বীজ নিক্ষিপ্ত করে। শরীরে প্রথম যৌবন সমাগমে নারী পুরুষের স্পর্শ কামনা করে, বিচরণ করে শরীরী অনুভূতির শিখরে। আবু হোসেন জসমিরার নারী অনুভূতি সবল পেষণে দলিত মথিত করে পূরণ করে পুরুষ অভিলাষ।

জসমিরার যৌবন কেনার পুরুষ সাহেদ আলি। জসমিরার গর্ভে বেড়ে ওঠা আবু হোসেনের অবৈধ সন্তানের পিতৃত্বের পরিচয় একহাজার টাকার বিনিময়ে অনুমোদন করে, নিকা করে জসমিরা কে। লোভী পুরুষ সাহেদ আলি জসমিরা কে ঘরে না তুলে রাতের অন্ধকারে দিল্লী পালিয়ে যায়। জসমিরার ফুফু ধানী বেওয়া উপলব্ধি করে-"ধর্ম নষ্ট হলে মেয়ে মানুষ কে শিয়াল শকুনে ছিঁড়ে খায়। নাম কা ওয়াস্তে হলেও মেয়ে মানুষের একজন স্বামী থাকা দরকার।"[৭] সাহেদ পালিয়ে যাবার পর জসমিরা জীবনে পুরুষ বদলের পর্ব শুরু হয়। একের পর এক পুরুষ অসহায়তার সুযোগ নিয়ে শয্যা সঙ্গিনী করে জসমিরাকে। পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই রশিদ চৌধুরী খাওয়া পরার বিনিময়ে স্ত্রী রাকিবার অসুস্থতার সুযোগে দীর্ঘ সময় জসমিরার শরীরে প্রবেশ করে খোদার মাসুল আদায় করে। রশিদ চৌধুরী স্ত্রী অভিসম্পাত দেয় জসমিরাকে-"তুই আমার ঘর নষ্ট করেছিস, আমার সংসার নষ্ট করেছিস! আল্লা তোকে এর শাস্তি দেবে।"[৮]

সৈয়দ নইমুদ্দিন শামশী। পয়ষট্টি বছর বয়সে যার রুহানির তেজ বেশি থাকলেও বুকের তেজ কমে এসেছিল। আল্লার বিধান সামনে রেখে তিন বছর জসমিরার শরীরের শুশ্রূষা নেয় এবং সতর্ক করে-"আল্লা কে গাল দিও না মায়া, মাথায় বজ্রপাত হবে।"[৯] বয়ঃসন্ধির কুহক মায়া শরীরে থাবা বসানোর সময় থেকে অনেক পুরুষ কে শরীর দিতে বাধ্য জসমিরা পীর খালিফা আব্বাস রক্ষানির দখলে এসে উপলব্ধি করে-"সে এমন এক সমাজের স্ত্রী লোক, যেখানে মেনে না নিলে লাঞ্ছনা বাড়ে।"[১০]

জসমিরা পুরুষ সঙ্গলাভে পরিতৃপ্তি পায়নি। প্রেম, আদর, সোহাগ, পুরুষের থেকে নারী যা, যা প্রত্যাশা করে তার কিছুই মেলেনি তার জীবনে। লতা যেমন শক্ত গাছ আঁকড়ে বেড়ে ওঠে; সবুজ, সতেজ থাকে। জসমিরা তেমনি শক্ত পুরুষ পরশ পাথর স্পর্শ করে সতেজ থাকতে চেয়েছিল। নারীত্বের সবটুকু শোভা, সম্ভ্রম, ভালোবাসা উজাড় করে তৃপ্তি দিতে চেয়েছিল কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে। ভালোবাসার পুরুষ কে নিয়ে বাঁধতে চেয়েছিল প্রেমের ঘর। সে ভুলে গিয়েছিল, নারী সেই পণ্য, যে পণ্য পুরুষ ইচ্ছামত ক্রয়-বিক্রয় করে চলেছে প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত। শাহেদ জসমিরা কে বেঁচে দেয় গিরিধারি সিং-এর কাছে। জসমিরা আখতারের কাছে আক্ষেপ করে-"তোমার বন্ধু বহুত বড় ব্যবসিক্কমাল কেনে, মাল বেচে। কিনলেও পয়সা, বেচলেও। এই আমাকে যখন কিনল, টাকা পেল। আবার দেখ, এখন বেচল, কত টাকা পেল। আজব দুনিয়া।"[১১] স্বাভাবিক জীবনে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল জসমিরা। যৌবন সমাগমের

রাগ-রক্তিম ক্ষণে বারে বারে ধর্ষিতা হয়েও হৃদয়ের গোপন কন্দরে বাসা বেঁধে থাকা নারী অভিলাষ- সংসারের স্বপ্ন ত্যাগ করেনি সে। অল্প সময়ের পরিচয়ে হৃদয় সমর্পণ করে আখতারকে। দুরন্ত প্রেমে জসমিরা আখতার কে ভাসিয়ে নিজেও ভেসে যেতে চায় কূলহীন প্রেম-পাথারে। কিন্তু না, জসমিরা প্রেমের ঘর বাঁধতে পারেনি আখতার কে নিয়ে। জল পূর্ণ কলসি জসমিরার-ভরা যৌবন ভোগে গিরিধারি সিং প্রতিদ্বন্দ্বী রাখতে রাজি নয়। শিকারি গিরিধারি সিং-এর লোক খুন করে আখতারকে। প্রেমের ঘর বাঁধবার পরিবর্তে জসমিরা পায় রক্ষিতার জীবন। পীর উপদেশ দিয়েছিল জসমিরা যেন তার' পানি ভরা কলসি' সরা দিয়ে ঢেকে রাখে। জসমিরা তার যৌবন-সরা আখতার কে পেয়েও ধরে রাখতে পারে নি।

জসমিরার নারী শরীরের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে সন্তান সম কালামের দ্বারা ধর্ষিতা হবার পর। জসমিরা কালাম কে মাতৃ স্নেহে বড় করেছে। অবাধ্য কালাম শৈশবে খাবারের বাটিতে লাথি মারলে শান্ত করেছে ভালবাসায়-"খাও বাপ, খাওনের পাত্তরে লাথ মারতে নাই সোনা। আল্লা পাপ দেবে, লক্ষ্মী রুষ্ট হবে। খাও বাপ।"[১২] যুবক কালাম চড়াও হয় জসমিরার শরীরে। তীব্র আকুতি-'হামি তোমার মা হবার পারতাম'[১৩] জানিয়েও কালামের রিরংসার হাত থেকে মুক্তি পায়নি জসমিরা। যৌনতায় মোড়া শরীরের অধিকারী জসমিরা বিভিন্ন বয়সী পুরুষের দ্বারা ধর্ষিতা হতে হতে হারিয়ে ফেলেছিল নারীত্বের কোমল অনুভূতি। বয়ঃসন্ধির স্বপ্ন মুহূর্তে আবু হোসেন লৈঙ্গিক অন্ধকারে হরণ করেছিল কুমারী জসমিরার কৌমার্য। রশিদ চৌধুরী, সৈয়দ নৈমুদ্দিন পুরুষের অবদমিত কামনার বাষ্পে যুবতী জসমিরার যৌবন-ধন লুট করে নারী সম্ভোগের যে ধারা বহমান রেখেছিল কালাম সেই ধারা সম্প্রসারিত করে ভবিষ্যতের সীমায়। নিরুপায় জসমিরা জীবনের আক্ষেপ ব্যক্ত করেছে আল্লার কাছে-"দয়ামায়া, সেবাপ্রেম, যৌনতা ভরা এমন একখান সুবর্ণঘড়া করে আল্লা যদি তাকে সৃষ্টিই করেছিল, সে সব ঢাকার জন্য একখানা মাটির সরাও অন্তত কেন দিল না আল্লা ?"[১৪] আল্লা জসমিরার আর্তনাদ শোনেন নি। আধুনিক সমাজে ধর্ষণ-সংস্কৃতি ফাঁসের মতো চেপে বসেছে। জসমিরার মতো নারীরা বারে বারে ধর্ষিতা হয়। আর্তনাদ করে রবীন্দ্রনাথের 'সাধারন মেয়ে' কবিতার নারী মালতীর মতো-

"মন যায় না সত্যের খোঁজে
আমরা বিকিয়ে যাই মরীচিকার দামে। "[১৫]

প্রান্ত নারী জসমিরার শরীর দিতে দিতেই ফুরিয়ে যায় জীবনের বেলা। তসলিমা নাসরিন ধর্ষিতা নারীকে প্রতিশোধকামী হয়ে ওঠার কথা লিখেছিলেন-

"ধর্ষিতা হয়ো না, পার তো পুরুষ কে পদানত করো,
পরাভূত করো,
পতিত করো, পয়মাল করো,
পারো তো ওদের পুরুষত্ব নষ্ট করো।"[১৬]

ধর্ষিতা জসমিরা প্রতিবাদ প্রতিরোধে ফুঁসে উঠে পয়মাল করতে পারেনি ধর্ষণ কারী পুরুষ কে। তিরিশ বছরের ক্লেদাক্ত জীবনের গরল সর্বাঙ্গে ধারণ করে, আত্মহত্যার মন্ত্রণা অতিক্রম করে জীবনের কাছে ফিরে আসে।

'অপেক্ষা' গল্পটি মুসলিম বিবাহিতা নারীর দাম্পত্য ও সন্তান লাভের গল্প। ভাগ্যবিধাতা, নিয়ন্ত্রক পুরুষের চাহিদা পূরণ করাই নারীর কাজ। প্রান্তিক মুসলিম সমাজে বিবাহ ও সন্তান লাভে নারীর মতামত গৌণ। 'অপেক্ষা' গল্পটি সেদিক থেকে ব্যতিক্রমী গল্প। অভিজিৎ সেন ধর্মের পরিমণ্ডল, প্রজন্ম লালিত সংস্কারের বাইরে বেরিয়ে প্রান্ত মুসলিম নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাসনা-কামনার কথা লিখেছেন 'অপেক্ষা' গল্পে।

জয়নাব নিরাশা মণ্ডলের স্ত্রী। নিরাশার কাছ থেকে ভালোবাসা, প্রেম, মনের শান্তি কিছুই পায়নি জয়নাব। সন্তান সুখে সুখী হওয়াও হয়নি তার। তবুও প্রতারক স্বামীর বিরুদ্ধে মুখ খোলেনি কখনও। নিরাশা দু দু বার মৃত্যুর অভিনয় করে ফিরে আসার পর তৃতীয়বার নদীর চরে পটলের লতা পুঁততে গিয়ে চোরা বালির তে তলিয়ে মারা গেলে জয়নাব মুক্তি পায় ক্লান্তিকর একঘেয়েমির জীবন থেকে। আর্থিক ভাবে পরাধীন জয়নাব সামাজিক সংস্কার মান্য করে রাঁধার পর খাওয়া আর খাওয়ার পর রাঁধার সীমাতেই নিজেকে বেঁধে রাখলেও নিরাশার দ্বিতীয় মৃত্যুর পর সাদুল্লাপুরীর প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে নতুন ঘর বাঁধে জীবনে না পাওয়া স্বাদ পেতে চেয়েছিল। কিন্তু চার মাস দশ দিনের অনুশাসিত অপেক্ষা শেষ হবার আগেই নিরাশা ফিরে আসায় জয়নাবের নতুন ঘর বাঁধবার স্বপ্ন ধাক্কা খায়। সুস্থ দাম্পত্য, স্বামী সোহাগ নারীর প্রাথমিক আকাঙ্ক্ষা। সে আকাঙ্ক্ষা সাদুল্লাপুরী কে কেন্দ্র করে পল্লবিত, মুকুলিত হতে চাইলেও জয়নাব কে পুনরায় ফিরে যেতে হয় নিরাশার সংসারের ঘানি টানতে।

নিরাশার তৃতীয়বারের মৃত্যুর পর জয়নাব সাদুল্লাপুরীর প্রস্তাবে রাজী হয় নি। সাদুল্লাপুরীর দূত কে ফিরিয়ে দিয়েছে-"পীরজাদাকে বোলো জীবনের এইসব পরিহাস কে আর বাঁচিয়ে রেখে কী হবে ?জয়নাব বেওয়ার বোতলের কালি শেষ।"[১৭] যৌবনবতী নারী নিজের সৌন্দর্যে নিজে পরিপূর্ণ হয়। পরিপূর্ণ করে তার কাঙ্ক্ষিত মানুষটিকে। যৌবন শরীর ছেড়ে গেলে নারী নিঃস্ব। 'ভরা-শরীরের তিরিশ পার হওয়া দীঘাঙ্গী জয়নাব' সেই সমাজের নারী, যে সমাজে পুরুষের দ্বারা প্রতারিত, নিষ্পেষিত হয়েই জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা সব মিলিয়ে যায়। ভাইয়ের বাড়িতে অন্ধকার ঘরে সংশয়, দ্বিধা, নারীত্বের সঙ্কোচে জয়নাব বাঁধা দেয় সাদুল্লাপুরিকে-"ছোবেন না আমাকে!"[১৮] সাদুল্লাপুরি ভালোবাসার যে খেলা শুরু করেছিল, পোড়া নসিবের দোহাই দিয়ে পিছিয়ে এলেও শেষ পর্যন্ত বিধবা নারী জয়নাব সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে স্ত্রীর বেশে সাদুল্লাপুরির কাছে ধরা দেয়। ঘর বাঁধে। প্রেমে নারী কে জয় করতে পারলে নারী ফুল হয়ে ফুটে ওঠে। সৌরভে ভরে দেয় পুরুষের জীবন। নিরাশা জয়নাবের জীবন কে দখল করে ব্যবহার করেছিল প্রয়োজন মতো। পীর সাদুল্লাপুরি জয়নাবের হৃদয়ের ভাষা উপলব্ধি করে ভালোবেসে, মর্যাদা দিয়ে নিকা করেছে। বয়সের বাঁধা অতিক্রম করে, সামাজিক নারী ভোগের সংস্কৃতির বিপরীতে নারীর যন্ত্রণা মুক্তির বার্তা দিয়েছেন অভিজিৎ সেন।

'রহমতের ফেরেশতা' মুসলিম প্রান্তনারীর সতীনের প্রতি ঈর্ষা-বিদ্বেষের সম্পর্ক অতিক্রম করে সহমর্মিতা, স্নেহ সম্পর্কে বাঁধা পড়া এবং মুসলমান সমাজে পুরুষ প্রাধান্যের বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদের গল্প। রাজমিস্ত্রি মাসুদের প্রথম স্ত্রী আন্নো। পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে সন্তান জন্ম দিতে না পারার অপরাধে অপরাধী আন্নোর বুকে কঠিন রোগ বাসা বাঁধলে

মাসুদ আন্নোর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। 'যে বিবিকে নিয়ে শোয়ার কাজ হয় না'[১৯] তেমন বিবি তালাক না দিয়েই শাবিকে বিয়ে করে ঘরে আনে পাঠান মাসুদ । মুসলিম সমাজে একজন পুরুষ একসাথে চারজন বিবি রাখতে পারে। শরীরের চাহিদা মেটানোই পুরুষের একাধিক বিয়ে করার প্রধান উদ্দেশ্য। কারণ "বিয়েতে একটি পুরুষ দখল করে'একটি নারীকে; দখল করে সম্ভোগের অধিকার দ্বারা'! 'সম্ভোগ' ও 'দখল' দুটিই নৃশংস প্রভুর কাজ। এ-চুক্তির অন্তে ফসল উপভোগ করে পুরুষ, নারী হয় শিকার।"[২০] মুসলিম সমাজে বিবাহিত নারীর অবস্থান চুক্তিবদ্ধ দাসীর মতো, যে স্বামীকে দেবে যৌন তৃপ্তি ও বৈধ সন্তান। শাবিকে বিয়ে করে মাসুদের পৌরুষের অহং তৃপ্তি পায়, পুত্র সন্তান লাভ করে পুরুষাকারের স্পর্ধা ঘোষণা করে। নব যৌবনা শাবি বিগত যৌবনা সতীন আন্নো কে সংসার থেকে দূর করে দিতে পারত। উপড়ে ফেলতে পারত সতীন কাঁটা। নারীর জীবনে সতীন কাঁটার মতো কাঁটা নেই। প্রবাদে ব্যক্ত হয়েছে সতীনের সম্পর্কের বিরূপতা -

"কাঁটা কাঁটা কাঁটা
সতীনের মুখে ঝাঁটা।
বাঁটি বাঁটি বাঁটি, সতীনকে ধরে কুটি।"[২১]

প্রান্তিক নিরক্ষর নারী শাবি প্রবাদের সত্য অসার প্রতিপন্ন করে সতীন আন্নো কে নিয়ে আটফুট/দশফুট ঘরে রাত্রি বাস করেছে। আন্নো ঈর্ষায় সতীন শাবির রান্না করা ভাতে কাঁকর, তরকারিতে লবণ মিশিয়ে মাসুদের হাতে মার খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছে। আন্নোর কারণে শাবি মাসুদের কাছে মার খেয়েও নিশ্চুপ থেকেছে। স্বামী সোহাগে বঞ্চিত সতীনের যন্ত্রণা নিজের হৃদয়ে অনুভব করে-

"বহু সময়ই তার নিজেকে আন্নো মনে হত। মনে হত সে-ই আন্নো।
আন্নো যেন আন্নো নয়।
সে'ই যেন সন্তানহীন। শিথিল, চামচিকার মতো স্তন যেন তারই।"[২২]

প্রান্ত মুসলিম নারী শাবি জীবন ধর্মে সুস্থ মানবিক বোধ দ্বারা পরিচালিত। নারী জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা স্বামীর পায়ের নিচে জায়গা পাওয়া। শাবি আন্নো কে সরিয়ে সে জায়গা পেয়েও পুরোপুরি সুখী হতে পারেনি। পুরুষ মাসুদ আন্নো আক্ষাঙ্খা পূরণ না করলেও শাবি স্বামীর অধিকারে বঞ্চিত করেনি। আন্নো কে সাথে নিয়ে মাসুদের ঘর মেরামতের জন্য একত্রে রাতের অন্ধকারে মসজিদ সংলগ্ন পুরনো বাড়ির ধ্বংসস্তূপ থেকে ইঁট চুরি করে এনেছে। শাবি আন্নোর সতীন হয়েও সতীন নয়, কনিষ্ঠ সহোদরা। শাবির ভালোবাসার আবেগ নাড়া দেয় আন্নোকে। শাবির ব্যবস্থাপনায় ওরুশের সময় পাণ্ডুয়ার ছোট দরগায় পৌঁছে অনুতাপ দগ্ধ আন্নো মার্জনা ভিক্ষা করে। মাজারের সামনে হাত মেলে ধরে বলে –

"হজরত, আমি বড়পাপী। আমি সতীনের রাঁধা ভাতে কাঁকর মিশিয়েছি। সতীনের রাঁধা ব্যঞ্জনে লবণ মিশিয়েছি, যাতে ও স্বামীর কাছে মার খায়। আমার কসুর মাপ করেন হুজুর।"[২৩]

আধুনিক সময়ে শরীরের মোহে আবদ্ধ পরপুরুষ কে নিজের দিকে টেনে আনবার

কুশলী খেলার নারী যখন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী তখন শাবি ও আন্নোর সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশ থাকলেও দুজনের কেউ'ই সে পথ মাড়ায় নি, বরং সখ্যতার সম্পর্কে বাঁধা পড়েছে। আন্নো করুণ আর্তি "শাবি আজ হামাক শুতে দিবি ?"[২৪] বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেয় শাবি, ছেঁড়ে দেয় স্বামীর বিছানা। কামুক পুরুষ মাসুদের হাতে ধরা না পড়ার পরামর্শ দেয় আন্নো কে -"তুই কোনও আওয়াজ করবি না। যাতে উ না বুঝতে পারে।"[২৫]

সতীনের জন্য শাবির এতখানি স্বার্থ ত্যাগ স্বাভাবিক নারী ধর্মের সাথে কোনো ভাবেই মেলানো যায়না। বিনিময়ে শাবির ভাগ্যে জোটে মাসুদের বেদম প্রহার-"টর্চ জ্বালিয়ে শাবির চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলল সে। পাঠান মাসুদ, যার শরীরে কোন রহম নেই, টর্চ দিয়েই শাবির মুখের উপরে উপর্যুপরি কয়েক ঘা মারল। মহা গজব ঘটে গেছে যেন।"[২৬]

মাসুদের অত্যাচারে রক্তাক্ত শাবি নীরবে সহ্য করে সমস্ত যন্ত্রণা। সে জানে স্বামীর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করা ছাড়া সংসারে টিকে থাকার দ্বিতীয় পথ নেই। রহমতের ফেরেশতা তাদের নারী জীবনের যন্ত্রণা মুক্তির জন্য এগিয়ে আসবে না। শাবি বা আন্নোর মতো অসংখ্য নারীর শরীর নির্মাণ করে, পৃথিবীতে পুরুষের ভোগের জন্য পাঠিয়ে রহমত নিজের দায়িত্ব শেষ করেছেন। মাসুদের মতো প্রভু-পুরুষের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েই আন্নো এবং শাবিদের মতো নারীদের টিকে থাকতে হয়। সতীনের ঈর্ষা-বৈরিতার আবরণ ভেদ করে নারীর নিজের জগত নির্মাণের প্রয়াসে শাবি ব্যতিক্রমী জীবন দৃষ্টির পরিচয় রেখেছে। শাবি উপলব্ধি করেছে প্রতিপক্ষ নারী নিজেরা লড়াই করে নিজেদের সর্বনাশই ডেকে আনতে পারে শুধু। উপলব্ধি করে পুরুষের কামনার কাছে নারীর আত্মদান প্রজন্ম বাহিত নিয়তির অভিশাপের মতো ফাঁস হয়ে চেপে আছে। নিজের চেষ্টাতেই পুরুষের ফাঁস থেকে বেরিয়ে আসতে হবে নারীকে। সহমর্মিতার পরস্পরের পাশে দাঁড়াতে পারলেই খুঁজে পাওয়া যাবে নারীর নিজের জগৎ। সতীন সম্পর্কের কুটিলতা অতিক্রম করে সখ্যতার সম্পর্কে আন্নোকে বাঁধে শাবি। আন্নোর মৃত্যুর পর একলা ঘরে স্বামীর শয্যা সঙ্গিনী হবার কোন বাধা না থাকলেও আন্নোর কথা মনে করে চোখে জল ভরে আসে শাবির। কাপড়ের ব্যবধান মুছে গেলেও শাবির মন থেকে মুছে যায়নি আন্নো। স্বামী সঙ্গ লাভের অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে মৃত্যুর ওপারে চলে গিয়ে আন্নোও উপলব্ধি করে পুরুষের কাছে লাঞ্ছিত হবার পুরাতন প্রবহমান ধারায় সমস্ত নারী একই মেরুর বাসিন্দা। যে মেরুতে পুরুষ শিকারী, নারী শিকার। সহমর্মী দুই নারী পরস্পরের কাছে ধরা দেয়। ভালোবাসার এক নতুন জগত নির্মিত হয়। জীবন-মৃত্যুর সীমা ছাড়িয়ে নারীর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার সেই জগতে রহমতের ফেরেশতার আগমনের প্রয়োজন হয় না। অভিজিৎ সেন গল্পে সম্পর্কে বিদ্বেষের কথা, ভাঙ্গনের কথা লেখেন নি, লিখেছেন ভালোবাসার কথা। ভালোবাসার জীবনে সতীন হয়েও পরস্পরের সমব্যথী আন্নোর জন্য শাবির চোখ থেকে জল ঝরে পড়ে।

অভিজিৎ সেন চারটি গল্পে চারজন প্রান্ত নারীর জীবন ব্যক্ত করেছেন তাদের সামাজিক অবস্থানের কেন্দ্র ভুমিতে দাঁড়িয়ে। 'আনোয়ারা খুন হয়েছে' গল্পে আনোয়ারা খিদের জ্বালা মেটাতে ঘরের বাইরে পা রাখতে চেয়েছিল। ভাঙ্গতে চেয়েছিল ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতার বেড়া।

বিরাট পৃথিবীর সাথে সংযোগ স্থাপনের আগেই গোলাম রসুলের হেঁসোয় দ্বিখণ্ডিত হয় আনোয়ারার দেহ। সময়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নতুন ভাবে জীবন কাটাবার বাসনা বুকে নিয়ে আনোয়ারার বিদ্রোহ প্রচলিত মুসলিম সমাজের পিতৃতন্ত্রের উপর চূড়ান্ত অনাস্থা প্রকাশ। 'সুবর্ণ জলপাত্র' গল্পে মেয়েমানুষ জসমিরা তিরিশ বছরের জীবনে বিভিন্ন বয়সের পুরুষ দ্বারা ধর্ষিতা হতে হতে উপলব্ধি করেছে পুরুষের রক্তের অভ্যন্তরের জানোয়ার সত্তা এক প্রজন্ম থেকে সম্প্রসারিত হয় আর এক প্রজন্মে। ধর্ষকাম প্রবৃত্তিতে নারী কে নষ্ট মেয়েমানুষে পরিণত করেই পুরুষ সুখী হয়। জসমিরা নষ্ট মেয়েমানুষ হয়ে প্রতিশোধের আগুনে পুরুষ-সমাজ ধ্বংস করার খেলায় মেতে ওঠার পরিবর্তে ভালোবাসা, স্নেহ, দায়িত্ব , কর্তব্য, সেবা নিয়ে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। 'অপেক্ষা' গল্পের জয়নাব বিধবা হয়েও দ্বিতীয়বার বিবাহ, স্বামী সুখ, সংসারের সাধ, সন্তানবতী হওয়ার চিরায়ত আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেনি। সমস্ত সংস্কারের ঊর্দ্ধে উঠে জীবনের গান গেয়েছে। 'রহমতের ফেরেশতা' নারীর প্রতি নারীর সহমর্মিতা বোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রান্তনারী শাবি মহৎ জীবনাদর্শের যে পরিচয় রেখেছে সে পরিচয় শুধু প্রান্ত মুসলিম সমাজে নয় আধুনিক নাগরিক সমাজে বিরল দৃষ্ট।

আনোয়ারা, জসমিরা, জয়নাব, শাবি, আন্নো পাঁচটি চরিত্র প্রান্তিকতার ভাবনার পরিধিতে বেঁধে না রেখে স্বতন্ত্র চিন্তা চেতনার জগতে মুক্তি দিয়েছেন। যে চেতনার জগত নারীর সম্পূর্ণ নিজের জগত। বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন নারীর নিজের জগতের অনুসন্ধানে নারীকেই এগিয়ে আসবার পরামর্শ দিয়েছিলেন-

"আমাদের উচিত যে, স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করি।নভরসা কেবল পতিত পাবন; কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ঊর্দ্ধে হস্ত উত্তোলন না করিলে পতিত পাবনও হাত ধরিয়া তুলিবেন না। ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করে যে নিজের সাহায্য করে।"[২৭]

অভিজিৎ সেন প্রান্তজীবন কেন্দ্রিক গল্প চারটিতে ধর্মীয় পরিমণ্ডলে ঘেরা নারীর যন্ত্রণার কথা লিখবার পাশাপাশি নারীর স্বতন্ত্র স্বর তুলে ধরেছিলেন নির্ভীক ভাবে। অভিজিৎ সেন সাহিত্যিক আদর্শে মহাশ্বেতা দেবীর উত্তরসূরি। সামাজিক দায়িত্ব পালন তাঁর লেখনীর প্রধান অভিপ্রায়। সে অভিপ্রায়ের প্রকাশ ঘটেছে প্রান্তনারীর চরিত্র নির্মাণে। নিজের স্বর ব্যক্ত করার অপরাধে আনোয়ারা খুন হয়। ধর্ষিতা জসমিরা আল্লার কাছে কৈফিয়ত দাবী করে। জয়নাব সমাজ বিধানের উল্টো পথে হেঁটে পুরুষ কে প্রেমিক হতে বাধ্য করে। শাবি ভালোবাসায় বাঁধে সতীন আন্নোকে। আনোয়ারা, জসমিরা, জয়নাব, শাবি-আন্নো শতাব্দী লাঞ্ছিত, উপেক্ষিত প্রান্ত নারীর প্রতিনিধি যারা অধিগৃহীত হয়েও অধিকার অর্জনের জন্য প্রয়াসী হয়, প্রতিনিয়ত আপনার জগত খুঁজে ফেরে। চরিত্র গুলি কেউ অর্ধেক আকাশ হতে পারেনি, পুরুষ কে মোহিনী মায়ায় ভোলাতে পারেনি। আত্মদান করেই জীবন কেটে যাবে এদের, তবু স্বতন্ত্র স্বর প্রকাশ করার যে অভিলাষ চরিত্র গুলি ব্যক্ত করেছে, প্রান্ত নারীর জীবন সত্যের প্রকাশে আগামীর দিশা দেবে। যে আগামীতে নির্ণীত হবে নারীর প্রকৃত গুরত্ব। যে গুরুত্বের কথা কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন 'নারী' কবিতায়-

"বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"[৩৮]

তথ্যসূত্র:

১। ভট্টাচার্য তপোধীর; নারী চেতনা মননে ও সাহিত্যে; পুস্তক বিপণি; ২৭ বেণিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯; প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৭। পৃষ্ঠা ১১।

২। আজাদ হুমায়ূণ; নারী; আগামী প্রকাশনী। ঢাকা; প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৮; ফেব্রুয়ারি ১৯৯২। পৃষ্ঠা ২৪

৩।সেন অভিজিৎ; সেরা পঞ্চাশটি গল্প; দে'জ পাবলিশিং; কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১৪, টপাগত৯৭৮-৮১-২৯৫-১৯৭৬-৪. পৃষ্ঠা ২২।

৪। তদেব;পৃষ্ঠা ২২। ৫। তদেব; পৃষ্ঠা ২৭। ৬। তদেব; পৃষ্ঠা ৭৮। ৭। তদেব; পৃষ্ঠা ৭৭।

৮। তদেব; পৃষ্ঠা ৮২। ৯। তদেব; পৃষ্ঠা ৮৩। ১০। তদেব; পৃষ্ঠা ৮৩। ১১। তদেব; পৃষ্ঠা ৮৫।

১২। তদেব; পৃষ্ঠা ৮৯। ১৩। তদেব; পৃষ্ঠা ৮৯। ১৪। তদেব; পৃষ্ঠা ৮৯।

১৫। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ; 'সাধারণ ময়ে' কবিতা; 'পুনশ্চ' কাব্য;২৯ শে শ্রাবণ, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ।

১৬। নাসরিন তসলিমা; 'পারো তো ধর্ষণ করো'; 'কিছুক্ষণ থাকো', WWW.BanglarKobita.com

১৭। সেন অভিজিৎ; ঈশানী মেঘ ও অন্যান্য গল্প; ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া; প্রথম প্রকাশ: ২০০৮। বসন্ত কুঞ্জ, ফেস-II, নয়াদিল্লী-১১০০৭০, ISBN 978-81-237-5317-1. পৃষ্ঠা ২৫২

১৮। তদেব; পৃষ্ঠা ২৫৪

১৯। তদেব; পৃষ্ঠা ২৯৬

২০। আজাদ হুমায়ূণ; নারী; আগামী প্রকাশনী। ঢাকা; প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৮; ফেব্রুয়ারি ১৯৯২।

২১। বসাক সুদেষ্ণা;বাংলার প্রবাদ; আনন্দ পাবলিশার্স; কলকাতা, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ২০০৭, তৃতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২। ISBN 81-7756-674-1. পৃষ্ঠা ১৬৬

২২। সেন অভিজিৎ; ঈশানী মেঘ ও অন্যান্য গল্প; ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া; প্রথম প্রকাশ : ২০০৮। বসন্ত কুঞ্জ, ফেস-II, নয়াদিল্লী-110070. ISBN978-81-237-5317-1. পৃষ্ঠা ৩০২

২৩। তদেব; পৃষ্ঠা ৩০৩

২৪। তদেব; পৃষ্ঠা ২৯৯

২৫। তদেব; পৃষ্ঠা ৩০০

২৬। তদেব; পৃষ্ঠা ৩০১

২৭। বেগম রোকেয়া রচনাবলী; ভূমিকা ও সম্পাদনা মোস্তাফা মীর; বর্ণায়ন; ৬৯ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার,ঢাক, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ,২০০০, তৃতীয় মুদ্রণ,২০১০,পৃষ্ঠা -২৬

২৮। ইসলাম কাজী নজরুল; 'নারী', 'সঞ্চিতা'